[২০১৯] ১৪ এস.সি.আর. ৫১৩

স্টেশন হাউস অফিসার, সিবিআই/এসিবি/বেঙ্গালুরু

বনাম

ভি. বি. এ. শ্রীনিবাসন এবং আরেকজন

(২০১৯-এর ফৌজদারি আপিল নং ১৮৩৭)

০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯

[বিচারপতিদ্বয়, উদয় উমেশ ললিত, ইন্দু মালহোত্র এবং কৃষ্ণ মুরারি]

দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭: ধারা ১৯-অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা-অনুষ্ঠিতঃ সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদনের প্রয়োজন নেই সি যদি সরকারি কর্মচারী ইতিমধ্যে আদালতের বিবেচনার তারিখে অবসর নিয়ে থাকেন-সুতরাং, সরকারি কর্মচারীর জন্য ধারা ১৯-এর অধীনে সুরক্ষা উপলব্ধ নয়।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩: সরকারি কর্মচারীদের জন্য ধারা ১৯৭'-এর অধীনে সুরক্ষা পাওয়া যায় যখন কোনও অপরাধ 'তাদের সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য কাজ করার সময় বা কাজ করার উদ্দেশ্যে' সংঘটিত হয়েছে বলে বলা হয়, কিন্তু যেখানে বেআইনি লাভের জন্য অফিসকে নিছক পোশাক হিসাবে ব্যবহার করে কাজগুলি করা হয়, সেখানে এই জাতীয় কাজগুলি সুরক্ষিত নয়-অভিযুক্ত কাজটি সরকারি কাজ সম্পাদনের সাথে জটিলভাবে যুক্ত কিনা এবং বিষয়টি 'তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাজ করার সময় বা কাজ করার উদ্দেশ্যে' অভিব্যক্তিটির মধ্যে আসবে কিনা, তা প্রমাণ করার পরেই স্ফটিকায়িত হবে এবং অনুমোদনের বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়েও উত্তেজিত হতে পারে-সরকারি কর্মচারী।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

স্থির করেছেঃ লাভ সিং মামলায় বলা হয়েছিল যে, পি. সি আইনের অধীনে অপরাধের জন্য সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদনের প্রয়োজন নেই যদি সরকারি কর্মচারী ইতিমধ্যে আদালত কর্তৃক ডি. এস অব কগনিজেন্সের তারিখে অবসর নিয়ে থাকেন। উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আইনের ১৯ ধারার অধীনে কোনও অনুমোদনের অভাবে, আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে অব্যাহতি চাওয়ার কোনও আবেদন গ্রহণ করার কোনও সুযোগ বা কারণ ছিল না। হাইকোর্টও এই পর্যবেক্ষণে ন্যায়সঙ্গত ছিল না যে 'চাকরিতে থাকাকালীন কোনও সরকারি কর্মচারীর জন্য উপলব্ধ সুরক্ষা তার অবসর গ্রহণের পরেও উপলব্ধ হওয়া উচিত'। আবার,

ধারাবাহিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য আইনের ১৯৭ ধারার অধীনে সুরক্ষা উপলব্ধ থাকে যখন কোনও অপরাধ 'তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনের সময় বা কাজ করার উদ্দেশ্যে' সংঘটিত হয়েছে বলে বলা হয়, কিন্তু যেখানে বেআইনী লাভের জন্য অফিসকে নিছক পোশাক হিসাবে ব্যবহার করে কাজ করা হয়, এই ধরনের কাজগুলি সুরক্ষিত নয়। এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কখনও কখনও, অভিযুক্ত কাজটি সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনের সাথে জটিলভাবে যুক্ত কিনা এবং বিষয়টি 'তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাজ করার সময় বা কাজ করার উদ্দেশ্যে' অভিব্যক্তিটির মধ্যে আসবে কিনা, তা প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার পরেই স্ফটিকায়িত হবে এবং অনুমোদনের বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়েও উত্তেজিত হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৯-১২] [৫২৩-সি, এফ-জি; ৫২৪-এ; ৫২৫-ই-এফ]

পাঞ্জাব রাজ্য বনাম লাভ সিং (২০১৪) ১৬ এস. সি. সি. ৮০৭: [২০১৪] ১১ এস. সি. আর. ৩১২; এস. এ. ভেঙ্কটরমন বনাম রাজ্য [১৯৫৮] এস. সি. আর. ১০৩৭; পুলিশ পরিদর্শক এবং অন্যজন বনাম বত্তেনাপটলা ভেঙ্কটা রত্নম এবং অন্যজন (২০১৫) ১৩ এস. সি. সি. ৮৭: [২০১৫] ৪ এস. সি. আর. ৬০৯; পি. কে. প্রধান বনাম সিকিম রাজ্য কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে (২০০১) ৬ এস. সি. সি. ৭০৪: [২০০১] ৩ এস. সি. আর. ১১১৯-নির্ভর করেছে।

ঋষিপাল সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য আর (২০১৪) ৭ এস. সি. সি. ২১৫: [২০১৪] ৬ এস. সি. আর. ১০১২৩ অনিল কুমার বসু বনাম বিহার রাজ্য (এ৯৭৪) ৪ এস. সি. সি. ৬১৬: [১৯৭৪] ৩ এস.সি.আর ৯০২- বিশিষ্ট ।

এন. কে গাঙ্গুলি বনাম সি. বি. আই, নয়াদিল্লি (২০১৬) ২ এস. সি. সি ১৪৩: আই২০১৫ ১০ এস. সি. আর ১৯২৩ কালীচরণ মহাপাত্রা বনাম উড়িষ্যা রাজ্য এ. আই. আর ১৯৯৮ এস. সি ২৫৯৫: [১৯৯৮] ৩ এস. সি. আর ৯৬১;। আর. বালকৃষ্ণ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য (১৯৯৬) ১ এস. সি. সি ৪৭৮: [১৯৯৫] ৬ পরিপূরক এস. সি. আর ২৩৬- উল্লেখ করা হয়েছেঃ

মামলা আইন রেফারেন্স

[১৯৯৮] ৩ এস. সি. আর ৯৬১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৯৫] ৬ পরিপূরক এসসিআর ২৩৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৪] ১১ এস. সি. আর ৩১২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৫] ১০ এস. সি. আর ১৯২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬

[১৯৫৮] এস. সি. আর. ১০৩৭	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৯
[২০১৫] ৪ এস. সি. আর. ৬০৯	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০১] ৩ এস. সি. আর. ১১১৯	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১২
[২০১৪] ৬ এস. সি. আর. ১০১২	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৭৪] ৩ এস. সি. আর. ৯০২	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৪
[১৯৭৪] ৩ এস. সি. আর. ৯০২	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৪

ফৌজদারি আপীল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৮৩৭।

২০১৫ সালের ফৌজদারি সংশোধন পিটিশন নং ৮৩৪-এ বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক হাইকোর্টের ০৮.০৮.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সুশ্রী সোনিয়া মাথুর, সিনিয়র অ্যাড., বিবেক নারায়ণ শর্মা, শচীন শর্মা, সুশীল দুবে, মিসেস দিব্যা নায়ার, অনুজ আগরওয়াল, পুনিত পাঠক, অরবিন্দ কুমার শর্মা, আপিলকারীর পক্ষে।

সুশ্রী ভি. মোহনা, সিনিয়র অ্যাড., মিসেস রজনী কে. প্রসাদ, মিসেস এন. অন্নপুরানি, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

বিচারপতি, উদয় উমেশ ললিত

১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. এই আপিলটি হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ০৮.০৮.২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে! ২০১৫ সালের ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার পিটিশনকে অনুমতি দেয় যা উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা পছন্দ করা হয়েছিল; এবং এর ফলে উত্তরদাতা নং ৪১৯,৪২০,৪৬৭,৪৬৮,৪৭১ ধারা সহ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ ('আইপিসি', সংক্ষেপে) এবং দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮ (সংক্ষেপে 'আইন') এর ধারা ১৩ (১)(ঘ) এবং ১৩ (২) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি নিষ্পত্তি করে।

৩. প্রত্যর্থী নং ১ বিজয়া ব্যাঙ্কের সহকারী মহাব্যবস্থাপক হিসাবে ৩১.১০.২০১২-এ অবসর গ্রহণ করেছেন। ২৮.১০.২০১৩-এ, ব্যাঙ্গালোরের প্রধান কার্যালয় বিজয়া ব্যাঙ্কের মহাব্যবস্থাপকের দেওয়া অভিযোগ অনুসারে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত অপরাধের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে। তদন্ত শেষ হওয়ার পর

উক্ত অপরাধের বিষয়ে উত্তরদাতা নং ১ এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৩১.১০.২০১৪ তারিখে চার্জশিট দাখিল করা হয়। এটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অভিযোগ করা হয়েছিল: -

"৩. শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) এবং শাখা প্রধান, বিজয়া ব্যাঙ্ক, মায়ো হল শাখা, ব্যাঙ্গালোরের হিসাবে কাজ করার সময়, '১১.০১.২০১০' থেকে '২০.১০.২০১২' অবধি শ্রী ভি ইস্লুর ' (এ-৫), শ্রীমতী শান্তা গৌড়া (এ-৪) এবং শ্রী এস. ভি. ইসলামুর (এ-৫)-এর সঙ্গে একটি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং ব্যাঙ্গালোরের মায়োহল শাখার বিজয়া ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা ও প্রতারণা করেন। শ্রীনিবাসন (এ-১) সর্বশ্রী নিখার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েড টেকনিকস (এ-২)-এর পক্ষে যথাযথ যথাযথ অধ্যবসায় ছাড়াই এবং বিজয়া ব্যাঙ্কের সমস্ত বিদ্যমান নিয়ম ও বিধিমালা লঙ্ঘন করে লক্ষ লক্ষ টাকার মেয়াদী ঋণ এবং ১০০ লক্ষ টাকার নগদ ক্রেডিট হাইপোথেকেশন (কার্যকরী মূলধন) মঞ্জুর ও বিতরণ করেছেন এবং তাই শর্তাবলীর বিরুদ্ধে ঋণ-তহবিলগুলি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এ-৩ এবং এ-৪-কে সুবিধা প্রদান করেছেন, যার ফলে বিজয়া ব্যাঙ্কের ভুল ক্ষতি হয়েছে এবং অন্যান্যদের অনুরূপ লাভ হয়েছে।

৮. যে শ্রী বি. লক্ষ্মণিয়ান (এ-৩) এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী শান্তা গৌড়া (এ-৪) প্রতারণামূলকভাবে ই-স্ট্যাম্প পেপারের ফটোকপির উপর ১০.০৬.২০১১ তারিখের একটি চুক্তি তৈরি করেছিলেন যার ফ্র্যাঙ্কিং নং ৫৭৭২৪ তারিখ ০৮.০৬.২০১১ ছিল এবং শ্রী ভেঙ্কটরমণ ভাট (এ-৬)-কে শুভেচ্ছা হিসাবে ১ কোটি টাকা প্রদান করে মালিকানাধীন সংস্থা মেসার্স নিখার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েড টেকনিকস দখল করার তাদের অসাধু দাবির সমর্থনে বিজয় ব্যাঙ্কে এর একটি অনুলিপি জমা দিয়েছিলেন। শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) অসৎভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে চুক্তির ফটোকপি গ্রহণ করেছিলেন যাতে এর সত্যতা বা সত্যতা নিশ্চিত করা যায়। এটি প্রকাশ করেছে যে উপরোক্ত চুক্তিটি জালিয়াতি করে ৫৭৭২৪ তারিখের ই-স্ট্যাম্প পেপারের ফটোকপিতে তৈরি করা হয়েছিল এবং মূল স্ট্যাম্প পেপারটি ফাঁকা ছিল শ্রী এস. ভি. ইসলামুরের (এ-৫) অফিস প্রাঙ্গণ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এইভাবে এটি সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জাল নথি তৈরি করার এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন ভুলভাবে উপস্থাপন করার প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে মালিকানাধীন ইউনিটটি এ-৩ এবং এ-৪ দ্বারা এ-৬ থেকে নেওয়া হয়েছিল।

১৬. শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) অন্য অভিযুক্তদের সঙ্গে প্রতারণামূলকভাবে অপরাধমূলক/ষড়যন্ত্র চালিয়ে, বিজয় ব্যাঙ্কের এজিএম এবং শাখা প্রধান হিসাবে তাঁর সরকারী পদের অপব্যবহার করে, মায়োহাল শাখা প্রতারণামূলকভাবে ঋণের আবেদন বিবেচনা করে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে থাকার জন্য এই বিষয়ে বিজয় ব্যাঙ্কের নিয়ম-কানুনগুলির গুরুতর লঙ্ঘন করে ঋণের প্রস্তাবগুলি প্রক্রিয়া করে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ-৩ এবং এ-৪ দ্বারা জমা দেওয়া স্ফীত আর্থিক বিবরণীগুলি গ্রহণ করেছিলেন যদিও সেগুলি নিরীক্ষা করা হয়নি এবং ঋণগ্রহীতা সংস্থা অর্থাৎ, সর্বশ্রী নিখারা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যালাইড টেকনিকস (এ-২)-এর ক্রেডিট মূল্যায়ন করার জন্য তাদের বিবেচনা করেছিলেন। তিনি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঋণগ্রহীতা সংস্থার জমা দেওয়া আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করার জন্য যথাযথ অধ্যবসায় অনুশীলন করেননি-যার মধ্যে বেশ কয়েকটি অসঙ্গতি রয়েছে। ঋণের আবেদনে দাবি করা হয়েছে যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরির মতো কোনও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য তিনি ঋণগ্রহীতা সংস্থার ঠিকানায় বাধ্যতামূলক প্রাক-অনুমোদন যাচাইকরণও পরিচালনা করেননি। শ্রী বি এ শ্রীনিবাসন (এ-এল)-এর অপরাধমূলক কাজগুলি অভিযুক্ত বেসরকারী ব্যক্তিদের মেসার্সের অস্তিত্বকে ভুলভাবে উপস্থাপন করতে সহায়তা করেছিল। নিখার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যালাইড টেকনিকস (এ-২), যা আসলে কেবল এ-৩ এবং এ-৪ দ্বারা তৈরি জাল অংশীদারিত্ব দলিলের উপর বিদ্যমান ছিল।

১৭. শ্রী বি.এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) নিজেই ক্রেডিট প্রসেস নোট প্রস্তুত করেছিলেন এবং শ্রী জ্যোতি প্রকাশ শেট্টি, সেই সময়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, এর স্বাক্ষর অ্যাপ্রাইজিং অফিসারের কলামে সংগ্রহ করেছিলেন। শ্রী নাবিল আহমেদ, সেই সময়ের প্রবেশনারি ম্যানেজারকেও শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে প্রক্রিয়া নোটে তার প্রাথমিক স্বাক্ষর রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল। প্রকাশ পেয়েছে যে এ-১ মোট ৩০০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব প্রস্তুত করেছিলেন (টার্ম লোন ২০০ লক্ষ এবং ক্যাশ ক্রেডিট ১০০ লক্ষ), যেখানে আবেদনকারীর প্রয়োজন ছিল ৩৫০ লক্ষ টাকা (টার্ম লোন ২০০ লক্ষ; কার্যকারী মূলধন ১৩০ লক্ষ এবং ব্যাংক গ্যারান্টি ২০ লক্ষ) কিন্তু এই প্রয়োজনের হ্রাসের জন্য কোনো ব্যাখ্যা বা যুক্তি ছাড়াই।

১৮. যে শ্রী বি লক্ষ্মণ (এ-৩) প্রতারণামূলকভাবে জাল চিঠি নম্বর জমা দিয়েছেন। আরইএফআরইএফঃ এসপিঃ কিউটিঃ ১৫৫ঃ২০১১ তারিখের ১০.০৮.২০১১ কথিতভাবে জেএকে, পার্টনার্স, মেসার্স ভি-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ হিসাবে স্বাক্ষরিত। উদ্ধৃতি/প্রফরমা ইনভয়েস সহ কোটেশন/প্রফরমা ইনভয়েস সহ, যা সর্বশ্রী ভি-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ দ্বারা জারি করা হয়েছিল।

৩৩. যে শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) এই বিষয়েও পুরোপুরি অবগত ছিলেন যে জামানত হিসাবে দেওয়া সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের (ভাড়াটে) দখলে ছিল। তবে, তাঁর ক্ষেত্র পরিদর্শন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে মূল্যনির্ধারকের দ্বারা করা পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও, অসৎভাবে এবং প্রতারণামূলকভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা বেছে নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরীক্ষক তাঁর প্রতিবেদনে এই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন যে জামানত সুরক্ষার দখলে থাকা ভাড়াটেরা ব্যাঙ্কের স্বার্থে বিরূপ প্রভাব ফেলবে, প্রয়োজনে, বকেয়া আদায়ের জন্য সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য করবে। এটিও প্রকাশিত হয় যে, ভাড়াটেরা শ্রী নাগেশ পুত্র প্রয়াত কৃষ্ণপ্পাকে ভাড়া দিচ্ছিলেন, যিনি সম্পত্তিটি শ্রী নীলকান্ত সানিকপের কাছে বিক্রি করেছিলেন, যার কাছ থেকে এ-৩ সম্পত্তিটি কিনেছিল। এ-১ ইচ্ছাকৃতভাবে ভাড়াটিয়াদের অধিকারের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য কোনও প্রচেষ্টা করা বাদ দিয়েছিল, যদিও ভবিষ্যতে এটি ব্যাঙ্কের বন্ধকী সম্পত্তির প্রয়োগযোগ্যতাকে প্রভাবিত করবে।

৩৪. শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) বন্ধক সম্পত্তির আইনি নিরীক্ষা প্রতিবেদন না পেয়ে, মেসার্স নিখার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েড টেকনিক্স-কে ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের আগে ব্যাঙ্কের বিদ্যমান নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। শ্রী বি.এ. শ্রীনিবাসন (এ-১) এই রিপোর্টটি সংগ্রহ করেছিলেন শুধুমাত্র ১৯.০৪.২০১২ তারিখে, যা ঋণ অনুমোদন ও বিতরণের ছয় মাসেরও বেশি সময় পরে।

৩৫. উপরোক্ত কাজগুলির মাধ্যমে, শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-১), তৎকালীন এজিএম, ভায়া ব্যাঙ্ক, মায়ো হল শাখা, ব্যাঙ্গালোর; মেসার্স নিখার ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড অ্যালায়েড টেকনিকস (এ-২); শ্রী বি. লক্ষ্মণ @লক্ষ্মণ রেড্ডি (এ-৩); শ্রীমতী শান্তা গৌড়া (এ-৪); শ্রী এস.ভি.ইসলুর (এ-৫) এবং শ্রী ভেঙ্কটরমণ ভাট (এ-৬) প্রতারণা এবং মালিক হিসাবে পরিচয় দেওয়ার অপরাধ করেছেন, সর্বশ্রী ভি-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্টারপ্রাইজ, প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোটেশন, নগদ/ক্রেডিট বিল, ভাউচার ইত্যাদির মতো নথির জালিয়াতি করেছে, জাল নথিগুলি নিজেদের মধ্যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অনুসরণে আসল হিসাবে ব্যবহার করে, যার ফলে নিজেদের মধ্যে ভুল ক্ষতি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক লাভের জন্য তদন্ত করে। শ্রীনিবাসন (এ-১) ব্যাঙ্গালোরের মায়ো হল শাখার ভায়া ব্যাঙ্কের তৎকালীন এজিএম হিসাবে তাঁর সরকারী পদের চরম অপব্যবহার করে ফৌজদারি অসদাচরণের অপরাধ করেছিলেন এবং অভিযুক্ত বেসরকারী ব্যক্তিদের আর্থিক সুবিধা অর্জন করেছিলেন, যা দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর শাস্তিমূলক বিধানগুলিকে আকর্ষণ করেছিল।

শ্রী বি এ শ্রীনিবাসন (এ-এল), সর্বশ্রী নিখার ইলেকট্রনিক্স/অ্যান্ড অ্যালাইড টেকনিকস (এ-২), শ্রী বি লক্ষ্মণ (এ-৩), শ্রীমতী শান্তা গৌড়া (এ-৪), শ্রী শ্রীপদ বিশ্বনাথ ইস্লুর (এ-৫) এবং শ্রী ভেঙ্কটরমণ ভাট (এ-৬)-এর উপরের কাজগুলি দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৮৮-এর ১২০-বি আর/ডাব্লু ৪২০,৪১৯,৪৬৮ ও ৪৭১ আইপিসি এবং ১৩ (২) আর/২ ১৩ (ডি)-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গঠন করে।

৩৬. যে শ্রী বি. এ. শ্রীনিবাসন (এ-এল) ভায়া ব্যাঙ্কের পরিষেবা থেকে ৩১.১০.২০১২-এ অবসর নিয়েছেন; তাই পিসি আইনের ধারা ১৯-এর অধীনে মামলা চালানোর জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

৪. সংশ্লিষ্ট আদালত এই বিষয়টি আমলে নেওয়ার পর, ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ২২৭ এবং ২৩৯ ধারার (সংক্ষেপে 'কোড') শর্তাবলীর ভিত্তিতে অব্যাহতি চেয়ে উত্তরদাতা নং। দ্বারা একটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল। এই আবেদনটি অতিরিক্ত সিটি সিভিল এবং দায়রা বিচারক এবং সিবিআই মামলার প্রধান বিশেষ বিচারক, ব্যাঙ্গালোর, তারিখের ১৩.০৪.২০১৫ আদেশের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ-,

".....যেমনটি চার্জশিট এবং সাক্ষীদের বিবৃতিতে দেখা যায়, অভিযুক্ত নং ১ ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ম, বিধি এবং ব্যাংকের নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেছেন অভিযুক্ত নং ২ সংস্থার ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময়। এর ফলে, তিনি অভিযুক্ত নং ৩ থেকে ৬-এর সাথে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং মিথ্যা ও জাল ভাউচার, ইনভয়েস এবং ফোলানো আর্থিক বিবৃতি গ্রহণ করেন, যাতে অভিযুক্ত নং ৩ ও ৪ দুই কোটি টাকার টার্ম লোন এবং এক কোটি টাকার ক্যাশ ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।উক্ত তিন কোটি টাকার টার্ম লোন এবং ক্যাশ ক্রেডিট অনুমোদিত উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা হয়েছিল। এইভাবে, সমস্ত উপাদান স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে অভিযুক্ত নং ১-এর শুরু থেকেই অসৎ উদ্দেশ্য ছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তার দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণ এবং পরিস্থিতি স্পষ্টতই প্রকাশ করে যে অভিযুক্ত নং ১ অভিযুক্ত নং ৩ থেকে ৬-এর সাথে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি জাল, ভুয়া ইনভয়েস এবং ফোলানো আর্থিক বিবৃতি ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি সম্পূর্ণরূপে জানতেন যে সেগুলো জাল.....

যদিও অভিযুক্ত নং ১ সরকারী কর্মচারী ছিলেন, তবে অভিযোগ করা হয় যে তিনি ৩১.১০.২০১৩-এ বিজয়া ব্যাঙ্ক থেকে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অতএব, অভিযুক্ত নং ১-এর বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পিসি আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৯-এর অধীনে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। অভিযুক্ত নং ১ কর্তৃক দাখিল করা মুক্তির আবেদন

কোন মুল্যের ভিত্তি নেই এবং এর বিপরীতে, অভিযুক্ত নং ১-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যা দণ্ডবিধির ১২০খ, ৪২০, ৪৭১ ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৮-এর ১৩(২) ধারা পড়া সাপেক্ষে ১৩(১)(ডি) ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য।

৫. ১ নং উত্তরদাতা, ক্ষুব্ধ হয়ে, ২০১৫ সালের ৮৩৪ নং ফৌজদারি রিভিশন পিটিশনকে উচ্চ আদালতে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, যা বর্তমানে আপিলের অধীনে রায় ও আদেশ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। হাইকোর্ট, এইভাবে ১ নং উত্তরদাতা সম্পর্কিত ১৩.০৪.২০১৫ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেয় এবং যে অপরাধের জন্য তাকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল তা থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়।

৬. প্রত্যর্থী নং-১-এর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সর্বোত্তমভাবে প্রশাসনিক ত্রুটি হতে পারে এই বক্তব্যটি বিবেচনা করার সময়, হাইকোর্ট মন্তব্য করেছেঃ-

"১০..... প্রশাসনিক ত্রুটির এই দিকগুলি, যা বলা যেতে পারে, অভিযোগ গঠনের সময় বিবেচনা করা যাবে না। যতক্ষণ না সাক্ষীদের জেরা করা হয়, প্রক্রিয়াটি অনুসরণে বাদ দেওয়া প্রশাসনিক ত্রুটির সমান বা ইচ্ছাকৃত ছিল কিনা তা কোনও ফলাফল দেওয়া যায় না। অতএব, এই যুক্তিটি অভিযুক্ত নং-১-কে অব্যাহতি দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না।অতএব, এই যুক্তি অভিযুক্ত নং ১-কে মুক্তি দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না। সুতরাং, উপসংহার হিসেবে বলা যায় যে নথিভুক্ত প্রমাণগুলি অভিযুক্ত নং ১-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়ে বিশেষ আদালতের সিদ্ধান্ত কোনো অসতর্কতা, ত্রুটি বা অবৈধতা নির্দেশ করে না যে অভিযুক্ত নং ১-কে এই ভিত্তিতে মুক্তি দেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তকে বজায় রাখা প্রয়োজন।

অনুমোদনের বিষয়ে হাইকোর্ট অবশ্য বলেছেঃ

"১১. তবে, অনুমোদনের বিষয়ে আরেকটি সিদ্ধান্ত স্থায়ী হতে পারে না। বিশেষ আদালত বলেছে যে অভিযুক্ত নং. এল চার্জশিট দাখিলের সময় পর্যন্ত অবসর নিয়েছে বলে অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। তবে আবেদনকারীর কৌঁসুলির যুক্তি হল যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৭ ধারা অনুসারে অনুমোদন প্রয়োজন। এই বিন্দুতে যুক্ত করার আগে, আমি মনে করি যে কোনও অভিযুক্ত সরকারি কর্মচারী হিসাবে চাকরিতে থাকাকালীন সময় সম্পর্কিত বিশেষ বিচারকের দ্বারা বিচারযোগ্য অপরাধগুলি মতামত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দুর্নীতি দমন আইনের ১৯ ধারার অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজন যাতে কোনও সরকারি কর্মচারী কোনও তুচ্ছ ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে না পড়ে। নিষেধাজ্ঞা একজন সরকারি কর্মচারীকে মিথ্যা বা বিরক্তিকর বা তুচ্ছ মামলা থেকে রক্ষা করে। অতএব, একজন সরকারি কর্মচারী তার চাকরির সময় যে সুরক্ষা পেয়ে থাকেন,

তা অবসর গ্রহণের পরেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এটি ভুলে যাওয়া যায় না যে অবসর গ্রহণের পরেও তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে অপরাধের জন্য মামলা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, অবসর গ্রহণ একজন সরকারি কর্মচারীর ছদ্মবেশ থেকে একজনকে সরিয়ে দেয়; তবে ন্যায়বিচারের জন্য প্রয়োজন যে একজনের অবসর গ্রহণের পরেও একই সুরক্ষা পাওয়া উচিত।

(আমাদের দ্বারা আন্ডারলাইন করা)

এরপরে, কালীচরণ মহাপাত্রা বনাম উড়িষ্যা রাজ্য, আর. বালাকৃষ্ণ পিল্লাই বনাম কেরালা রাজ্য, পঞ্জাব রাজ্য বনাম লাভ সিং এবং এন. কে. গাঙ্গুলি বনাম সিবিআই, নয়াদিল্লি-তে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে জমা দেওয়া বিষয়গুলি বিবেচনা করার সময়, থিম্যাটারটি নিম্নরূপ বিবেচনা করা হয়েছিলঃ-

> "ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে জমা দেওয়া সি. বি. আই-এর বিদ্বান স্থায়ী কৌঁসুলি, তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে বলা যায় না; তাই সি. আর. পি. সি-র ১৯৭ ধারার অধীনেও অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। যদি প্রথম অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি দেখা যায়, এবং বিশেষত ষড়যন্ত্রের প্রসঙ্গে, অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে এটি উল্লেখ করতে হয়, তবে অপরাধগুলি সরকারী ক্ষমতার সাথে যুক্ত হতে পারে কিনা তা বোঝা কঠিন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। যদি এন. কে. গাঙ্গুলির (উপরে) তথ্য দেখা যায়, তবে সেখানে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে কিছু অপরাধের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন আইনের অধীনেও মামলা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় যে, প্রথম অভিযুক্তকে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৭ নম্বর ধারার অধীনে অনুমোদনের অভাবে অব্যাহতি পাওয়ার সুবিধা পাওয়া উচিত।

সুতরাং, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে রেকর্ডের উপাদানগুলি উত্তরদাতা নং ১-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে বিধির ১৯৭ নম্বর ধারার অধীনে অনুমোদনের অনুপস্থিতির বিষয়ে অব্যাহতি দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

৭. হাইকোর্টের গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করে করা এই আবেদনে আমরা আপিলের সমর্থনে প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি সোনিয়া মাথুর এবং উত্তরদাতা নং ১-এর প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি ভি মোহনাকে শুনেছি।

এআইআর ১৯৯৮ এসসি ২৫৯৫

(১৯৯৬) ১ এসসিসি ৪৭৮

(২০১৪) ১৬ এসসিসি ৮০৭

(২০১৬) ২এসসিসি ১৪৩

৮. বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতী সোনিয়া মাথুর বলেন যে, আইনের ১৯ ধারার অধীনে সুরক্ষা কেবলমাত্র একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য উপলব্ধ যতক্ষণ না তিনি চাকরিতে রয়েছেন এবং সরকারি কর্মচারীর পদত্যাগের পরে বা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। কোডের ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের ক্ষেত্রে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোডের ১৯৭ ধারার আওতায় আসার জন্য কোনও পদক্ষেপ অবশ্যই কোনও সরকারি কর্মচারীর সরকারী দায়িত্ব বা কাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হতে হবে এবং যদি অফিসটি কেবল এমন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য একটি পোশাক হিসাবে ব্যবহৃত হয় যার ফলে সুবিধাভোগীদের বেআইনী লাভ হয়, তবে উক্ত ধারা ১৯৭ এর অধীনে সুরক্ষা উপলব্ধ হবে না।

এটিও দাখিল করা হয়েছিল যে ভি. এ গাঙ্গুলি বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, নয়াদিল্লির এই আদালতের সিদ্ধান্তটি এর সাথে জড়িত অদ্ভুত তথ্যের প্রেক্ষাপটে ছিল।

অন্যদিকে, বিদ্বান সিনিয়র অ্যাটর্নি শ্রীমতী ভি মোহনা বলেন যে, ১ নং উত্তরদাতা ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন; তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি তাঁর পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ত্রুটির সমান হবে এবং প্রাসঙ্গিক ধারাগুলির অধীনে অভিযোগগুলি আকর্ষণ করার জন্য অবশ্যই কোনও ফৌজদারি অভিপ্রায় ছিল না; এবং এই আদালত সংবিধানের ১৩৬ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে তার এখতিয়ারে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

৯. এস. এ. ভেঙ্কটরমন বনাম রাষ্ট্র, দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭-এর আনুষঙ্গিক উপাদান বিধানের অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করার সময়, এটি নির্ধারিত করা হয়েছিল যে কোনও সরকারি কর্মচারী তার পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরে বা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট বিধানের অধীনে সুরক্ষা পাওয়া যাবে না। এটি বলা হয়েছিলঃ-

".....যদি কোনও সরকারি কর্মচারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬১ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ করে থাকেন, তবে যখন কোনও আদালতকে অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল, তখন সেই ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।। প্রযোজ্য আইনের ৬-এর অভাব থাকবে এবং পূর্বের অনুমোদন অপ্রয়োজনীয় হবে। আইনের ৬ (১) ধারার শব্দগুলি যথেষ্ট স্পষ্ট এবং সেগুলি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। ধারা ৬(১)-এ ব্যবহৃত শব্দগুলোর মধ্যে এমন কিছুই নেই যা ইঙ্গিত করে যে, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যিনি আদালতকে অভিযোগ গ্রহণের সময় সরকারি কর্মচারী হিসেবে আর নিযুক্ত নেই, তবে অপরাধ সংঘটনের সময় এমন অবস্থানে ছিলেন,

[১৯৫৮] এসসিআর ১০৩৭

আদালত অভিযোগ গ্রহণের আগে পূর্বানুমোদন প্রয়োজন।

এই আদালত কর্তৃক ঘোষিত আইনটি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, লাভ সিং-এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছেঃ-

> "৯. বর্তমান মামলায় প্রশ্নবিদ্ধ সরকারি কর্মচারীরা ১৩-১২-১৯৯৯ এবং ৩০-৪-২০০০-এ অবসর নিয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তাঁদের অবসর গ্রহণের পরে ১. অর্থাৎ ১৩-৯-২০০০ এবং পরে ২৪-৯-২০০৩-এ। সরকারি কর্মচারীরা চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে পিসি আইনের ১৯ ধারার অধীনে অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার কোনও সুযোগ ছিল না। এই বিষয়ে আইনটি বেশ স্পষ্ট যে পিসি আইন ১-এর অধীনে অপরাধের জন্য সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করার অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না। এস. এ. ভেঙ্কটরমন বনাম রাজ্য, দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৪৭-এর ৬ (১) ধারা, যা পি. সি. আইনের ১৯ (১) ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করার সময় এই আদালত বলেছিল যে, আদালতকে বিবেচনা করতে বলার সময় সরকারি কর্মচারী হওয়া বন্ধ করে দেওয়া কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল না। ১ নং এস. এ. ভেঙ্কটরমণের দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালত সি. এল. আর-এ গ্রহণ করেছিল। বংশী। মহারাষ্ট্র রাজ্য 'এবং কালীচরে মহাপাত্রা বনাম উড়িষ্যা রাজ্য' এবং এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা কে. বীরস্বামী বনাম ভারত ইউনিয়ন 'মামলায় গৃহীত হয়েছিল। হাইকোর্ট তাই পিসি আইনের অধীনে অভিযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশ বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

১০. ফলস্বরূপ, আইনের ১৯ ধারার অধীনে কোনও অনুমোদনের অভাবে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে অব্যাহতি চাওয়ার কোনও আবেদন গ্রহণ করার কোনও সুযোগ বা কারণ ছিল না। হাইকোর্টও এই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না যে, 'চাকরিতে থাকাকালীন কোনও সরকারি কর্মচারীর জন্য উপলব্ধ সুরক্ষা তার অবসর গ্রহণের পরেও পাওয়া উচিত'। এই বিবৃতিটি আইনের ১৯ ধারার অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আইনের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ।

১১. এটা ধারাবাহিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে দণ্ডবিধির ধারা ১৯৭ এর অধীনে সুরক্ষা সরকারি কর্মচারীদের জন্য তখনই প্রযোজ্য হয় যখন কোনো অপরাধ তাদের অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনের সময় বা তা পালনের অভিপ্রায়ে সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

(১৯৭০) ৩ এস. সি. সি ৫৩৭

(১৯৯১) ৩ এস. সি. সি ৬৫৫

কিন্তু যেখানে বেআইনি লাভের জন্য অফিসকে নিছক পোশাক হিসাবে ব্যবহার করে কাজ করা হয়, সেখানে এই ধরনের কাজগুলি সুরক্ষিত নয়। পূর্ববর্তী কিছু সিদ্ধান্তে আইনের বিবৃতি এই আদালত দ্বারা পুলিশ পরিদর্শক এবং অন্যটি বনাম বত্তেনাপটলা ভেঙ্কট রত্নম এবং অন্যটি 'নিম্নরূপঃ

> "৭. কোনো সন্দেহ নেই, যে সময়ে অভিযুক্তরা অভিযোগিত অপরাধে জড়িত ছিলেন, তারা সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ করছিলেন। প্রশ্নটি হলো, তারা কি পরিষেবায় ছিলেন বা দায়িত্বে ছিলেন, না ছিলেন, বরং প্রশ্ন হলো যে তারা যে অপরাধগুলো করেছেন, তা কি 'তাদের অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনকালে বা তা পালনের অভিপ্রায়ে' সংঘটিত হয়েছে? এই প্রশ্নটি আর নতুন নয়। শম্ভুনাথ মিশ্র বনাম ইউপি রাজ্য মামলায়, প্যারাগ্রাফ ৫-এ, এই আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছিল যে: (এসসিসি পৃষ্ঠা ৩২৮)"

> "৫. প্রশ্নটি হল, যখন কোনও সরকারি কর্মচারী রেকর্ড বানানো বা সরকারি তহবিলের অপব্যবহার ইত্যাদির অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়, তখন তাঁকে তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন বলে বলা যেতে পারে। তাঁর সরকারি দায়িত্ব পালনের জন্য মিথ্যা নথি তৈরি করা এবং সরকারি তহবিলের অপব্যবহার করা সরকারি কর্মচারীর সরকারি দায়িত্ব নয়। সরকারি ক্ষমতা তাঁকে কেবল রেকর্ড বানাতে বা সরকারি তহবিলের অপব্যবহার করতে সক্ষম করে। এর অর্থ এই নয় যে, এটি একই লেনদেনের সময় সংঘটিত অপরাধের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত বা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, যা বিদ্বান বিচারক বিশ্বাস করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি যে অনুমোদনের বিষয়ে হাইকোর্টের পাশাপাশি বিচার আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে তা স্পষ্টভাবে অবৈধ এবং তা বজায় রাখা যায় না।"

৮. প্রকাশ সিং বাদল বনাম পঞ্জাব রাজ্য মামলায়, ২০ নং অনুচ্ছেদে এই আদালত রায় দিয়েছে যেঃ (এসসিসি পৃ. ২২-২৩)

> '২০. অনাক্রম্যতা নীতি সরকারী কর্মচারীকে সরকারের কাজ সম্পাদনের সময় যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে হয় তা রক্ষা করে। যে উদ্দেশ্যে সেগুলি সম্পাদন করা হয় তা রক্ষা করে-এই কাজগুলি ফৌজদারি মামলা থেকে। তবে, একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। যেখানে একটি অপরাধী কর্মকাণ্ড ক্ষমতার আড়ালে সম্পাদিত হয়, তবে যা বাস্তবে সরকারি কর্মচারীর নিজের আনন্দ বা

(২০১৫) ১৩ এসসিসি ৮৭

(১৯৯৭) ৫ এসসিসি ৩২৬

(২০০৭) ১ এসসিসি ১

লাভের জন্য, তখন এমন কাজগুলি রাষ্ট্রের ইমিউনিটি নীতির অধীনে সুরক্ষিত হবে না।

এবং তারপরে, ৩৮ নং অনুচ্ছেদে আরও বলা হয়েছে যেঃ (প্রকাশ সিং বাদল মামলা, "এস. সি. সি. পৃ. ৩২)

> "৩৮. দণ্ডবিধির ধারা ১৯৭-এ অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত প্রশ্নটি তত্ক্ষণাত্ বিবেচনা করার বিষয় নয়, যতটুকু অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং তাতে কী ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এই প্রশ্নটি কার্যক্রমের যেকোনো পর্যায়ে উত্থাপিত হতে পারে। অনুমোদন প্রয়োজন কিনা, তা প্রতি পর্যায়ে নির্ধারণ করা হতে পারে।"

৯. রাজীব রঞ্জন বনাম বিজয়কুমারের মামলার ১৮ নং অনুচ্ছেদে সাম্প্রতিক এক রায়ে এই আদালত এই অভিমত পোষণ করেছে যেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৫২১)

> "১৮.... এমনকি তার সরকারী দায়িত্ব পালনের সময়ও, যদি কোনও সরকারি কর্মচারী কোনও ফৌজদারি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন বা ফৌজদারি অসদাচরণে লিপ্ত হন, তবে তার পক্ষ থেকে এই ধরনের অসদাচরণ তার সরকারী দায়িত্ব পালনের কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং তাই কোডের ১৯৭ ধারার বিধানগুলি আকৃষ্ট হবে না।"
>
> (ইতিমধ্যে জোর দেওয়া হয়েছে)

১২. এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কখনও কখনও, অভিযুক্ত কাজটি সরকারী কাজকর্ম সম্পাদনের সাথে জটিলভাবে যুক্ত কিনা এবং বিষয়টি 'পি' অভিব্যক্তিটির মধ্যে আসবে কিনা 'যখন তাদের সরকারী দায়িত্ব পালনে কাজ করার জন্য কাজ করা বা উদ্দেশ্য করা হয় (প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার পরেই কেবল স্ফটিকায়িত হবে এবং অনুমোদনের বিষয়টি পরবর্তী পর্যায়েও উত্তেজিত হতে পারে। পি. কে. প্রধান বনাম সিকিম রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা এই আদালত বলেছেঃ-

> "১৫. সুতরাং, উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটি স্পষ্ট হবে যে কোডের ১৯৭ ধারার অধীনে সুরক্ষা দাবি করার জন্য, অভিযুক্তদের দ্বারা এটি দেখাতে হবে যে অভিযোগ করা আইন এবং সরকারী দায়িত্ব পালনের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত যোগসূত্র রয়েছে। সরকারী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এটির অবহেলায় একটি সরকারী কাজ করা যেতে পারে। দণ্ডবিধির ধারা ১৯৭-এর অধীনে সুরক্ষা প্রয়োগের জন্য, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগিত কাজগুলি এমন হওয়া উচিত যে,

(২০১৫) ১ এসসিসি ৫১৩

(২০০১) ৬ এসসিসি ৭০৪

সেগুলি সরকারি দায়িত্ব পালন থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, তবে যদি তাদের এবং সেই দায়িত্ব পালনের মধ্যে কোনও যুক্তিসঙ্গত সংযোগ না থাকে, তবে সরকারী মর্যাদা কেবল কাজের জন্য উপলক্ষ বা সুযোগ সরবরাহ করে, তবে কোনও অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না। যদি প্রসিকিউশন দ্বারা উপস্থাপিত মামলাটি ব্যর্থ হয় বা প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠিত করে যে দায়িত্ব পালনের সময় করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়, তবে কার্যধারাটি বাতিল করতে হবে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কোডের ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের প্রশ্নটি বিবেচনার পরে যে কোনও সময় উত্থাপিত হতে পারে; হয়তো অবিলম্বে স্বীকৃতি বা অভিযোগ গঠনের পরে বা এমনকি বিচার শেষ হওয়ার সময় এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও। এমন কিছু মামলা থাকতে পারে যেখানে প্রতিরক্ষার পক্ষকে সরকারী দায়িত্ব পালনের সুযোগ না দিয়ে কার্যকরভাবে প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য যে অভিযুক্তের দাবি যে তিনি যে কাজটি করেছেন তা তার দায়িত্ব পালনের সময় যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং ভান বা কল্পনাপ্রসূত ছিল না, তা বিচার চলাকালীন প্রতিরক্ষা পক্ষকে এটি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এমন একটি ঘটনাচক্রে, অনুমোদনের প্রশ্নটি মূল রায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত যা বিচারের সমাপ্তির পরে দেওয়া যেতে পারে।

(আমাদের দ্বারা আন্ডারলাইন করা)

১৩. **এন.কে. গাঙ্গুলি** মামলায় সংশ্লিষ্ট অপরাধগুলি দণ্ডবিধির ধারা ১২০-বি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৩(১)(ঘ) এবং ১৩(২) ধারার সাথে পড়ে, অর্থাৎ এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধান্তটি ওই মামলার মধ্যে উপলব্ধ তথ্যের প্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে, যা পরবর্তী বিষয়গুলির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়: -

৩৫. উপরে উল্লিখিত মামলা আইনের পর্যালোচনার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে উপযুক্ত সরকারের কাছ থেকে পূর্ব অনুমোদন পাওয়ার উদ্দেশ্যে অভিযুক্তদের দ্বারা সরকারী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত অপরাধটি করা আবশ্যক। আদালতের পক্ষে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবেদনে থাকা অভিযোগগুলি পরীক্ষা করা, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিদ্বান বিশেষ বিচারকের দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করার আগে উপযুক্ত সরকারের কাছ থেকে উত্তরদাতার পূর্ব অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ।এই মামলায়, যেহেতু আপিলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিউত্তরকারী কর্তৃক দাখিল করা চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে যে,

অভিযুক্তরা তাদের সরকারি দায়িত্ব পালনকালে উক্ত অপরাধগুলো সংঘটিত করেছেন,তাই, বিদ্বান বিশেষ বিচারপতির পক্ষে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়া অপরিহার্য ছিল যে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পূর্ববর্তী অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল কিনা, আবেদনকারীদের তাদের উপস্থিতির জন্য সমন জারি করার আদেশ পাস করার আগে।

(আমাদের দ্বারা আন্ডারলাইন করা)

১৪. আমরা এখন প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতি ভি মোহনার উপর নির্ভরশীল মামলাগুলির দিকে ফিরে যাই। ঋষিপাল সিং বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্য একটি মামলায় এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ-

১৩. উপরের রায়গুলি থেকে যা উদ্ভূত হয় তা হল যখন প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও রাষ্ট্রপক্ষকে বাতিল করতে বলা হয়, তখন আদালতে প্রয়োগ করা পরীক্ষাটি প্রাথমিকভাবে অভিযোগের মতো অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগগুলি মামলাটি প্রতিষ্ঠিত করে কিনা। আদালতগুলিকে দেখতে হবে যে অভিযোগের ধারাবাহিকতা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমান কিনা এবং ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখার ফলে ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হয় কিনা বা যখন আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে এই কার্যধারা বাতিল করা অন্যথায় ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে, তখন আদালত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। বিধানের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, আদালতগুলিকে কেবল অভিযোগের অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগের দিকে নজর দিতে হবে যে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ প্রকাশ করে কিনা, তবে এটি নিজেকে ট্রায়াল কোর্টের হিসাবে রূপান্তরিত করা উচিত নয় এবং বিতর্কিত প্রশ্নের মধ্যে বাস করা উচিত নয়।

এই সিদ্ধান্তটি বিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে একটি আবেদন গ্রহণ করার সময় যে পরামিতিগুলি বিবেচনা করা উচিত সেগুলি নিয়ে কাজ করে এবং এটি সরাসরি কোনও সিদ্ধান্ত নয়। অনিল কুমার বসু বনাম বিহার রাজ্য!-এর সিদ্ধান্তটি একটি পূর্ণাঙ্গ বিচারের পরে উত্থাপিত একটি মামলার সাথে সম্পর্কিত, যেখানে, আইপিসি ধারা ৪২০/৩৪-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে, এটি দেখা গেছে যে প্রয়োজনীয় উপাদানটি হল মেনস রিয়া, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে বা নিয়ম/পদ্ধতি পালন করতে কেবল ব্যর্থতা প্রশাসনিক ত্রুটি হতে পারে তবে আইপিসি ধারা ৪২০-এর অধীনে শাস্তিমূলক বিধানগুলি আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট বলা যেতে পারে না। মামলাটি আদালতের সামনে প্রমাণ হিসেবে বিষয়গুলি

(২০১৪) ৭ এস. সি. সি ২১৫

(১৯৭৪) ৪ এস. সি. সি ৬১৬

স্পষ্ট হওয়ার পর বিবেচনা করা হয়েছিল, এবং এ কারণে, এই সিদ্ধান্তটি বর্তমান উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক নয়।

১৫. মামলাটি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করার পর, আমাদের মতামত হলো, উচ্চ আদালত স্পষ্টভাবে ভুল করেছে যখন তা অপরাধী সংশোধনী আবেদনের অনুমোদন দেয় এবং প্রতিউত্তরকারী নং ১ কর্তৃক অনুমোদন বিষয়ক উত্থাপিত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। সুতরাং, আমরা এই আপিলটি গ্রহণ করছি, উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করছি, বিচারালয়ের দ্বারা প্রণীত আদেশ পুনরুদ্ধার করছি এবং প্রতিউত্তরকারী নং ১ কর্তৃক দাখিলকৃত মুক্তির আবেদন খারিজ করছি।

১৬. এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আমরা শুধুমাত্র অনুমোদন সংক্রান্ত মৌলিক বিষয় বিবেচনা করার উদ্দেশ্যেই তথ্য ও অভিযোগগুলি তুলে ধরেছি এবং যোগ্যতার বিষয়ে আমাদের কোনও মতামত প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে না যা স্বাধীনভাবে বিবেচনা করা হবে। বিদ্বান কৌঁসুলি দ্বারা বলা হয়েছে যে বিষয়টি ১১.১২.২০১৯-এ বিশেষ আদালতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উত্তরদাতা নং. ১ সেদিন বিশেষ আদালতে হাজির হবেন এবং তারপরে বিষয়টি আইন অনুসারে অগ্রসর হবে।

১৭. উপর্যুক্ত শর্তে এই আপিলটি গ্রহণযোগ্য।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu